কম্প্যাকের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য মাত্রা

গোলাম নবী জুয়েল

২০০০ সালে ৩০০০ ডলার কোটি

কম্প্যাকের বর্তমান প্রধান নির্বাহী একার্ড ফেইফার (Eckhard Pfeiffer) সাড়ে তিন বছর আগে যখন কোম্পানীর দায়িত্ব বুঝে নেন তখন এটি পতনমুখী এক সংস্থা। কোম্পানীকে ঘিরে ছিল হাহাকারো পরিবেশ; কর্মীরা হতাশ। পিসি বাজারে চাহিদাবিহীন কম্প্যাক কোম্পানীর অস্তিত্ব আর কতদিন, এই নিয়ে তখন গুঞ্জন। সঙ্গত কারণেই কোম্পানীর ভবিষ্যত প্রশ্নে শেয়ার হোল্ডাররা পর্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। এমন এক কঠিন বাস্তব ও দুঃসময়ে প্রধান নির্বাহীর নতুন দায়িত্ব লাভকারী একহার্ড ফেইফার আর কি-ই বা করবেন? তার কাছ থেকে খুব বেশী কিছু পাওয়া যাবে এমনটা কেউ ভাবেননি। অথচ সেই অভাবিত কাণ্ডটিই তিনি ঘটিয়ে দিলেন সাধারণ কিন্তু সাহসী কিছু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। তিনি যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছিলেন সেখানে ঝুঁকি ছিল, সম্ভাবনা ছিল কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাবার। কিন্তু তা না হয়ে যা হলো সেকথা কেউ কল্পনায়ও ভাবেনি। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়ে পিসি নির্মাণে কম্প্যাক রাজার আসন দখল করলো। মাত্র এক বছরে কোম্পানীর রেভিনিউ হলো ১০.৯ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৪৩ হাজার কোটি টাকা। ভাবা যায় না। ফেইফার কী করেছিলেন? কম্প্যাক পিসির মূল্য কমিয়ে দিয়েছিলেন, ত্বরান্বিত করেছিলেন উৎপাদন, বিতরণ ব্যবস্থা করেছিলেন উন্নত। ব্যাস তাতেই হয় জয়কার।

কিন্তু সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রাখা যাচ্ছে না। কমপিউটারের বাজারে এখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা। একে অপরকে টেক্কা দিতে এখন আগের চেয়েও বেশি সচেষ্ট। মূল্য হ্রাসের লড়াইয়ে অবতীর্ণ সবাই। আর নিত্য নতুন মডেলের কথা তো বলাই বাহুল্য। কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো.-এর প্রধান অফিসের এক্সিকিউটিভরা ফেইফারের নেতৃত্বে বাজার দখলের নতুন নতুন কৌশলের সন্ধানে ব্যস্ত। কারণ তাদের লক্ষ্য ২০০০ সালের মধ্যে কম্প্যাকের বিক্রি ৩০ বিলিয়ন ডলারে (১২০ হাজার কোটি টাকায়) পৌঁছানো। ফেইফার নিজের স্বপ্ন পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর অতীত এতই উজ্জ্বল যে কেউ ভুলেও তাঁর স্বপ্নকে নিয়ে হাসি তামাশার সাহস পর্যন্ত দেখাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে কোম্পানী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডেস্কটপ পিসি ও নেটওয়ার্ক সার্ভার বিক্রির ক্ষেত্রে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পিসি ও নোটবুক কমপিউটারের বাজারে। গত বছর নোটবুকের বাজারে কম্প্যাকের অবস্থান ছিল চতুর্থ স্থানে। আইবিএম, এনইসি এবং তোশিবার পরেই। এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ গত বছর কম্প্যাক নতুন নতুন মডেল বাজারে ছাড়তে ব্যর্থ হয়েছিল। অনেকটা একই কারণে বাসাবাড়ির পিসি (হোম পিসি) নির্মাণে প্যাকার্ড বেল কম্প্যাকের তুলনায় সামান্য এগিয়ে আছে। ১৯৯৪ সালের শেষ তিন মাসে প্যাকার্ড বেলের হোম পিসি বিক্রি হয়েছে ৭,৮৭,০০০। আর কম্প্যাকের ৫,৪৯,০০০। তবে বিশ্ব জুড়ে মোট পিসি উৎপাদনে এখনো কম্প্যাকই সেরা।

নিজের অবস্থানকে ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙ্গার প্রস্তুতি চালাচ্ছে কম্প্যাক। ২০০০ সালের মধ্যে ১২০ হাজার কোটি টাকার বিক্রির অংকটি ছোঁয়ার জন্যও এই প্রস্তুতির গুরুত্ব সমধিক। ল্যাপটপ আর হোম পিসির বাজারে কম্প্যাকের সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফেইফার চমকপ্রদ নতুন কিছু সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ১৯৯৫ সালের প্রথম তিন মাসে কোম্পানীর বিক্রি গত বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

নতুন পরিকল্পনার আওতায় কম্প্যাক তাইওয়ানের দুই ভাদরেল কমপিউটার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর একটি হলো ইনভেন্টেক গ্রুপ। এটি নোটবুকের বাজারে শীর্ষ অবস্থান দখলে কম্প্যাককে সহায়তা দিবে। অন্য প্রতিষ্ঠান মাইটাক ইন্টারন্যাশনাল কর্পো. কম্প্যাককে হোম পিসির বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা দিবে। ফেইফার বলছেন, কম্প্যাককে শীর্ষ অবস্থানে নিয়ে যেতে এটি পরিকল্পনার শুরু মাত্র। তিনি বলেন, ভোক্তা বাজারে আমরা নিজেদেরকে একীভূত করে দিতে চাই। নতুন

একার্ড ফেইফার

নতুন মডেল, প্রতিযোগিতামূলক স্বল্প মূল্য, ক্রেতার পছন্দ, চাহিবামাত্র সরবরাহ- এক একথায় বিপণন কৌশলের যাবতীয় হাতিয়ার প্রয়োগ করা হচ্ছে ফেইফারের নতুন পরিকল্পনায়।

কম্প্যাকের নিজস্ব জনশক্তি ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। সে কারণেই বাইরের একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়া। গত বছর হোম পিসির বাজারে কম্প্যাকের মন্দা যাওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল কোম্পানীটি যখন ৪৮৬ ভিত্তিক পিসি বিক্রি করেছে, প্যাকার্ড বেল তখন বিক্রি করেছে পেন্টিয়ামভিত্তিক পিসি। তাই বাজার বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছে, কম্প্যাক যদি পিসি বাজারে এক নম্বর আসনটি দখল করতে চায় তবে কোম্পানীটি স্বল্পমূল্যে পেন্টিয়ামভিত্তিক পিসি বাজারে ছাড়তে হবে। বাজার বিশ্লেষকদের এই মন্তব্যকে ফেইফার অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছেন। এবং আগামী জুলাই মাসের মধ্যে কম্প্যাকের শীপমেন্টের অর্ধেক পিসিই হবে পেন্টিয়ামভিত্তিক।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা মনে করেন ফর্মে ফিরে আসতে কম্প্যাকের আরো অনেক দিন লাগবে। তাঁদের মন্তব্য ল্যাপটপের বাজারে ফর্ম ফিরে পেতেই কম্প্যাকের ১৯৯৬ সাল লেগে যাবে। এ প্রসঙ্গে কম্প্যাকের সাবেক মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ও বর্তমানে ডিজিটাল কর্পো.-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রডনী কিলারের মন্তব্য অনেকটা এমন-এটি কোন সুখ স্বপ্ন হতে পারে না, চাইলেই বাজার ফিরে পাওয়া যায় না।

জবাবে কম্প্যাকের ল্যাপটপ মার্কেটিং ম্যানেজার শ্যারন ফ্রানকিয়া সোজা সাপটা জানিয়ে দিয়েছে, অত দেরী করার সময় তাঁদের নেই। গত বছর পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে যে দুর্বলতা ছিল তা তারা কাটিয়ে উঠেছেন। এখন তাঁরা হুড়মুড় করে ভোক্তা বাজারে প্রবেশ করবেন। গত বছর কম্প্যাকের বিখ্যাত এলটিই এলিট ল্যাপটপ স্ক্রীণ ও কাস্টম চিপসের স্বল্পতার কারণে ভোক্তার হাতে পৌঁছতে ছয় মাস পর্যন্ত দেরী হয়েছিল। তেমনটি এবার আর ঘটার সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয় সম্প্রতি কম্প্যাক এলটিই এলিট ল্যাপটপ, কনুটরা নোটবুক এবং ইরো সাব নোটবুকের মূল্য ১১-১৮ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করেছে।

নিজের পণ্যের মূল্য হ্রাস এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কম্প্যাক প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলোর দুর্বলতা খুঁজে বের করে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাচ্ছে। সম্প্রতি তারা প্যাকার্ড বেলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে এই মর্মে যে, প্যাকার্ড বেল বাজার থেকে ফিরে আসা পুরনো পিসির যন্ত্রাংশ নতুন পণ্যে পুণরায় ব্যবহার করছে। যদিও প্যাকার্ড বেলের প্রধান নির্বাহী এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, 'প্যাকার্ড বেলের ক্রেতাদের মাঝে সন্দেহ ছড়ানোর লক্ষ্যে কম্প্যাক এই কাজটি করেছেন।'

কম্প্যাকের অভিযোগ সত্যি কি মিথ্যা সেই বিচারে না গিয়েও বলা হচ্ছে কম্প্যাক তীব্র প্রতিযোগিতামূলক কমপিউটারের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নতুন করে ভীতি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের অবস্থান হারানোর বিষয়ে তটস্থ করে তুলছে। নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগে কম্প্যাক শীর্ষ স্থানটি দখলে ক্রম অগ্রসরমান। তার এই অগ্রযাত্রায় বাজার গবেষকদের মতে বড় বাধাটি প্যাকার্ড বেল নয় বরং ইন্টেল। হোম পিসির রাজ্যে রাজার আসন দখলে সাফল্যের গোপান সূত্রটি ইন্টেলের জানা। হোম পিসির বাজারে প্যাকার্ড বেল, ডেল ও গেটওয়ে এতটা পথ পাড়ি দিতে পারতো না যদি না ইন্টেল তাদেরকে সহায়তা না দিতো। ইন্টেলের দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা ও সস্তা সর্বশেষ প্রযুক্তির চিপের পুরো সুবিধা গ্রহণ করে প্যাকার্ড বেল কম্প্যাককে হারিয়ে দিয়ে তর তর করে অতীতে সামনে এগিয়েছে। সম্প্রতি ইন্টেল ঘোষণা দিয়েছে ইন্টেল মাল্টিমিডিয়া পিসি এবং নেটওয়ার্ক সার্ভারের জন্য মাদারবোর্ড ডিজাইন ও প্রস্তুত করবে।

কিন্তু ইন্টেলের অতীত কিংবা ভবিষ্যত কোন পদক্ষেপই একার্ড ফেইফারকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করছে না। তিনি তিন বছর আগের কথা স্মরণ করতে বলছেন, যখন কেউ তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারেনি, ভাবতে পারেনি অসম্ভবকে সম্ভব করার কী অমিত তেজ তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে। তিনি বলছেন, "আবার তিনি যাদু দেখাবেন। এবং ঠিক ঠিক তিন হাজার কোটি ডলারের লক্ষ্যে পৌঁছবেন।

সময়ই সব প্রশ্নের জবাব দিবে, এখন শুধু অপেক্ষার পালা। ❑